দৈনিক জনকণ্ঠ

43

তারিখ JAN 17 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

শিশু বিশ্বকোষ

শৈশব যেমন মানব জীবনের সূচনা, তেমনি মানব জীবনের এই বিশ্বচরাচর ও মহাজগত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানান্বেষণেরও সূচনা। 'মর্নিং শোজ দি ডে',– সকালই বলে দেয় দিনটা কেমন যাবে। একটা শিশু একতাল-কাদার মতো,—তাকে যেমনভাবে, যে ছাঁচে গড়া যাবে, গড়ে উঠবে সে সেই আদল-আকৃতি, অবয়ব; জ্ঞানগরীমা-স্বভাব চরিত্র নিয়ে। তার গড়ে ওঠার মূলে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব কাজ করে খুব বড় ফ্যাক্টর হিসাবে। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সেই পরিপার্শ্বিকতারই থাকে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। জ্ঞানই শিশুকে দৃশ্য ও অদৃশ্যভাবে একটি ছাঁচে ফেলে গড়ে তুলতে থাকে। সেজন্যই সমাজে শিশুদের জন্য জ্ঞানলাভের বইপত্র, উপকরণ, উপাচারের মূল্য অসীম।

বাংলাভাষায় শিশুদের জন্য বিশ্বকোষ তথা এনসাইক্লোপেডিয়া ঠিক পূর্ণাঙ্গভাবে এদেশে আগে প্রকাশিত হয়নি। শিশুদের জন্য বিশ্বকোষ অন্যান্য অনেক অগ্রসর দেশে পূর্ণাঙ্গ আকারে আমাদের চেয়ে অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছে। সেদিক থেকে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর উদ্যোগে পাঁচ খণ্ডের শিশু বিশ্বকোষ প্রকাশ আমাদের শিশু-কিশোর ও তাদের অভিভাবকদের জন্য, আমাদের দেশের জন্যই এক সুসংবাদ। এ-প্রকাশনা পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের এগিয়ে চলতেই সাহায্য করবে।

গত বৃহস্পতিবার শিশু একাডেমীতে ঐ শিশু বিশ্বকোষ গ্রন্থের প্রকাশনা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা এই বিশ্বকোষ প্রকাশনাকে সঙ্গতকারণেই আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। এটি আমাদের জ্ঞান ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারে এক অত্যুজ্জ্বল সম্পদ হয়ে থাকবে এবং আমাদের সংস্কৃতিকে সুসমৃদ্ধ করবে। সমাজে এর প্রয়োজনীয়তা কখনই কথায় বলে শেষ করা যাবে না। তবে, আসল কাজটি হচ্ছে এই প্রকাশনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো। আমাদের দুর্ভাগ্য, যদিবা দীর্ঘ শ্রম ও সময়ক্ষেপণের পর এরকম অত্যন্ত শ্রমসাধ্য, ফলপ্রসূ ও ঐশ্বর্যময় এক সাংস্কৃতিক ফসল আমরা ঘরে তুললাম, দেখা গেল অনাদরে, অবহেলায় তা পরিত্যক্তই থেকে যাচ্ছে, তার কদর ও সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। এটা আমাদের শুধু দুর্ভাগ্য নয়, জাতির যথাযথ সচেতনতার অভাবের ফল। বিগত এক সরকারের আমলে গঠিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের প্রকাশিত পনেরো খণ্ডের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত প্রামাণ্য দলিলপত্রসহ ইতিহাস সংবলিত গ্রন্থগুলো কিংবা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও তার সমীক্ষা সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের বিপুল শ্রমসাধ্য রিপোর্টসমূহের বৃহৎ খণ্ডগুলো এ-জাতি কি প্রত্যাশিতভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে? পারেনি। এক আশ্চর্য বিমূঢ় অজ্ঞতা ও ক্ষমাহীন গাফিলতি কাজ করেছে সেগুলোকে কার্যত পরিত্যক্ত আবর্জনার মতো কিংবা বড় জোর কারও বৈঠকখানা ও ব্যক্তিগত লাইব্রেরির আলমারির শোভাবর্ধনের সরঞ্জাম হিসাবে ঠেলে রাখার পিছনে।

আমাদের অনেক কিছুই নেই, কিন্তু যাও বা যেটুকু আছে, তাকেও কাজে লাগানোর ব্যাপারে আমাদের বহুক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত উদ্যোগটুকুও নেই। এটাই যেন আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সমাজবাস্তবতা হয়ে রয়েছে। এর অবশ্য পরিবর্তন ঘটানো দরকার। আমাদের যেখানে যা সম্পদ আছে, চাই তার সর্বাধিক ও সুচারু সদ্ব্যবহার।

এখন যে শিশু বিশ্বকোষ গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব ঘটা করে করা হলো, তাও যেন ঐ রকম অজ্ঞতা, অনাদর-অবহেলা, অসচেতনতার শিকার হয়ে না-দাঁড়ায়। প্রকাশনা উৎসবে দামী কথাবার্তা বলেছেন দেশের বিজ্ঞজন, বিদ্বৎমণ্ডলী ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানীগুণীরা। প্রধান অতিথির ভাষণে বিচারপতি হাবিবুর রহমান বলেছেন, পথিকৃৎ এই গ্রন্থটি পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো। একসঙ্গে পড়লে সবাই উপকৃত হবেন। বিশ্বকোষ বিশ্বের নৈকট্য লাভে সহায়তা করে। বিশ্বকোষ পড়া মানে বিশ্ব পর্যটনে বেরোনো। অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত সব কথা তাঁর। সেগুলো আমরা অনুসরণ করব তো! আমাদের মিনতি গোটা জাতির কাছেই; যাঁরা বইপত্র পড়ার মতো জ্ঞানঅর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাঁরা সংখ্যায় এ-সমাজে এখনও লজ্জাজনকভাবেই কম, তাঁদের ওপর ঐতিহাসিক ও নৈতিক, উভয়দিক থেকেই দায়িত্ব বর্তে গেছে, বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে সাধ্যানুযায়ী জ্ঞানবিস্তার করা। এই কঠিন দায়িত্ব পালনটিকে সুসাধ্য করে দেবে সদ্য প্রকাশিত পাঁচ খণ্ডের শিশু বিশ্বকোষ। আমরা আশা করব, তাঁরা সে-দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে জ্ঞানের আলোকমণ্ডিত করে দেশ ও জাতির অপরিমেয় সেবার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।

প্রায় একই ধরনের তাগিদ আছে উৎসবে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর কথায়। তিনি বলেছেন, জাতীয় অগ্রগতির চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে মুক্তবুদ্ধি, চিন্তার ক্ষেত্রে বিকাশমানতা। এই কাজগুলো করে সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিশ্বকোষ। জাতিকে পিছনে টেনে রাখছে অসহিষ্ণুতা, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ। এর মোকাবিলা করার জন্য জ্ঞানের চর্চা, মননের চর্চা করা দরকার। লেখিকা সেলিনা হোসেনও তাগিদ দিয়ে বলেছেন, মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞান নতুন সমসাময়িক উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ঘটনা শিশু-কিশোরদের জানানোর উদ্যোগ নিতে হবে। শিশু একাডেমীর চেয়ারম্যান তাহেরুন্নিসা আবদুল্লাহ বলেছেন, সহজ ভাষায় রচিত বিশ্বকোষ শিশুদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে সহায়ক হবে। এই শিশু বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ডক্টর আবদুল্লাহ আল মুতীর মতো সদ্যপ্রয়াত বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক ছাড়াও রয়েছেন আহমদ রফিক ও অধ্যাপক মনসুর মুসা। দেশের ৬৬ জন লেখকের রচনাসমৃদ্ধ এই শিশু বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয়েছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার জন্য রক্তদানের স্মৃতিবিজড়িত অমর একুশের প্রাক্কালে।

বিশ্বকোষ একাধারে শিশু-কিশোরসহ দেশের অগণিত মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন ও মাতৃভাষা বাংলার চর্চা ও বাংলার মাধ্যমে বিশ্বজগতের জ্ঞানলাভের সুযোগ করে দেবে।